অন্বীক্ষা

আন্তর্জালিক পত্রিকা

২০২০-২০২১

ইতিহাস বিভাগ

হাজী এ. কে. খান কলেজ

মহামারী ও বিশ্ব

সূচীপত্র

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার কলমে	পৃ ২
সম্পাদকীয়	পৃ ৩
করোনা ভাইরাস: সমাজের প্রতিচ্ছবি রুমা খাতুন	পৃ ৪
কোভিড–১৯–এর প্রভাব: নারী ও বাল্যবিবাহ কাসমোকো মন্ডল	পৃ ৬
কোভিড ১৯ ও মানুষের জীবনধারা মৌলি সরকার	পৃ ৭
কোভিড–১৯ ও ভারতীয় নারীদের উপর তার প্রভাব অসিমা ঘোষ	পৃ ৯
কোভিড–১৯ এবং শিক্ষার উপর প্রভাব নাসরিন খাতুন	পৃ ১১

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার কলমে

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আন্তর্জালিক পত্রিকা অন্বীক্ষা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে শুনে খুবই ভালো লাগছে। এই দুঃসময় মন খুলে কথা বলাটাই খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু মন খোলা জায়গা দিয়ে উড়ে বেড়াতেই চায়। তা না করতে পারলে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠাটাই কঠিন। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের মন খুলে কথা বলবার একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই পত্রিকা। মহামারী আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে সেই সম্পর্কে আলোচনার্থে এই পত্রকিয়া এবারের বিষয় নির্ধারণ করেছে "মহামারী ও বিশ্ব"। পত্রিকাটির জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল আমার তরফ থেকে। অন্বীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা পৌছে যাক বিভিন্ন পাঠকের মধ্যে। মনের আদান-প্রদান চলতে থাকুক আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অঙ্গনে এই আশা রাখি ।

অন্বীক্ষার জয়যাত্রা কামনা করি।

শুভেচ্ছা সহকারে

ডঃ চন্দ্রানী পাল

ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা

হাজী এ. কে. খান কলেজ

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর আজ গভীর অসুখ

মহামারীর কবলে সমগ্র পৃথিবী ত্রস্ত। শিক্ষাঙ্গনের দরজা বন্ধ হয়েছে বহুদিন। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনের আসার সুযোগ হারিয়ে হয়েছে গৃহবন্দী। ঘরে বসে অনলাইনে চলছে পড়াশুনা। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সেই চিরাচরিত গুরু শিষ্যের সম্পর্ক বহন করে নিয়ে চলেছে প্রযুক্তি। এমতাবস্থায় ছাত্র ছাত্রীরা যাতে মানসিকভাবে ক্লান্ত না হয়ে পড়ে এবং তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে **ইতিহাস বিভাগের আন্তর্জালিক পত্রিকা অন্বীক্ষা** প্রকাশিত হতে চলেছে। কাঁচা হাতের লেখায় এ বছরের অন্বীক্ষা সমৃদ্ধ হয়েছে। লেখাটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা ডক্টর চন্দ্রানী পালের কাছে এবং বিভাগীয় সকল শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে। ছাত্রছাত্রীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বাড়িতে বসেও তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে লেখা জমা দিয়েছে। এবছর আমাদের বিষয়বস্তু **মহামারী ও বিশ্ব** লেখাটিতে হয়তো অনেক ভুল ত্রুটি আছে আশা করি পাঠক গণ নিজে গুনে ক্ষমা করবেন। বিশ্ব আবার সুস্থ হয়ে উঠুক, মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গন মুখরিত হোক ছাত্রছাত্রীদের কলধ্বনিতে- এই আশা রাখি।

নমস্কারান্তে,

পিয়ালী দাঁ এবং বাদশা খান

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক

ইতিহাস বিভাগ

হাজী এ কে খান কলেজ

করোনা ভাইরাস: সমাজের প্রতিচ্ছবি

রুমা খাতুন

চতুর্থ সেমিস্টার

হঠাৎ এলো করোনা ভাইরাস,

কঠিন হল নেওয়া নিশ্বাস।
মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়ালো,
কত সুখের গল্প থামিয়ে দিলো।

বন্ধ হল স্কুল, বন্ধ হল কাজ,
ঘরে বসে কাটছে সময়, নেই কোনো সাজ।
নতুন স্বপ্নেরা হলো স্থগিত,
সাহায্যের আশা হলো রহিত।

আনন্দের দিন হলো বিষাদ,
হাসির বদলে কেবল অশ্রুপাত।
রাস্তায় নিস্তব্ধতা নেই কোনো কোলাহল,
চারিদিকে শুধু আতঙ্কের হলাহল।

চিকিৎসক যোদ্ধারা দাঁড়ালো সামনে,
মানুষকে বাঁচাতে দিলো প্রাণ।
বিজ্ঞানীদের চেষ্টা, এক নতুন আশা,
ভ্যাকসিনের মাধ্যমে ফিরবে হাসির ভাষা।

শিখিয়ে দিল করোনা, এক নতুন শিক্ষণ,
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জীবন অমূল্য রতন।
কঠিন সময়েও আমরা হাত ধরবো,
সমাজের বন্ধন আবার গড়বো।

বিপদের কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন,
আশার আলো দেখবে নতুন এক ভোর।
করোনা যাবে, মানুষ জাগবে,
আবার স্বপ্ন দেখবে, আবার গড়বে নতুন জীবন।

কোভিড-১৯-এর প্রভাব: নারী ও বাল্যবিবাহ

কাসমোকা মন্ডল

চতুর্থ সেমিস্টার

কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বব্যাপী সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে, বিশেষত নারীরা ও শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত তীব্র। মহামারীর ফলে বাল্যবিবাহের সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে, যা সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতির একটি প্রভাবশালী দিক।

মহামারীজনিত অর্থনৈতিক মন্দা নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অনেক পরিবারকে চরম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত পরিবারগুলির জন্য, কন্যা সন্তানদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া প্রায়শই অর্থনৈতিক বোঝা কমানোর উপায় হিসেবে দেখা হয়। তবে এই প্রথা মেয়েদের শৈশব, শিক্ষা ও ভবিষ্যত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, দরিদ্রতা ও লিঙ্গ বৈষম্যের চক্রকে অব্যাহত রাখে।

মহামারীর কারণে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব পড়েছে। দূরশিক্ষার সীমিত সুযোগের কারণে, অনেক মেয়ে তাদের পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষার এই ব্যাঘাত পরিবারের কাছে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা বাড়িয়েছে, কারণ পড়াশোনার গুরুত্ব কমে গেছে। শিক্ষা হলো বাল্যবিবাহ বিলম্বিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং এর অভাবে বাল্যবিবাহের সম্ভাবনা বাড়ে।

লকডাউন ও নিষেধাজ্ঞার কারণে মানুষ ঘরে বন্দী হয়ে থাকার ফলে নারীরা ও মেয়েরা গৃহস্থালীর দায়িত্বে অতিরিক্তভাবে নিযুক্ত হয়েছে। যত্ন ও গৃহস্থালীর কাজে তাদের ভূমিকা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তাদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার সুযোগকে সীমাবদ্ধ করেছে। এটি লিঙ্গভিত্তিক ধারণাগুলিকে আরও দৃঢ় করেছে এবং নারীদের ও মেয়েদের বাল্যবিবাহ ও দরিদ্রতার চক্র থেকে মুক্তির সুযোগকে হ্রাস করেছে।

মহামারীর ফলে পারিবারিক সহিংসতার পরিমাণও বেড়েছে, কারণ পরিবারগুলি অতিরিক্ত চাপ ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে। নারীরা ও মেয়েরা আরও বেশি নির্যাতনের ঝুঁকিতে রয়েছে, এবং এই পরিস্থিতিতে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া প্রায়শই তাদের সুরক্ষার উপায় হিসেবে দেখা হয়। তবে এই তথাকথিত সুরক্ষা প্রায়শই বিয়ের মধ্যে আরও নির্যাতন ও শোষণের দিকে নিয়ে যায়।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যসম্পদ পুনর্বণ্টনের ফলে নারীদের ও মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা, বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত হয়েছে। এই বিঘ্নিত সেবা বাল্যগর্ভধারণ ও প্রসবের ঝুঁকি বাড়িয়েছে, যা বাল্যবিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বাস্থ্যসেবার অভাবে অল্প বয়সী নববধূ ও তাদের সন্তানের জীবন আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

কোভিড-১৯-এর প্রভাব নারীদের ও বাল্যবিবাহের উপর গভীরতর সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। সরকার ও সংস্থাগুলিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বাল্যবিবাহের কারণগুলি মোকাবিলা করতে। নারীদের ও মেয়েদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সমর্থন সেবা নিশ্চিত করা মহামারীর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কমাতে এবং দরিদ্রতা ও বৈষম্যের চক্র ভাঙতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের ও মেয়েদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করাই হলো মহামারী পরবর্তী বিশ্বে একটি সমতা ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি।

কোভিড ১৯ ও মানুষের জীবনধারা

মৌলি সরকার

দ্বিতীয় সেমিস্টার

আজকের দিনে সারা বিশ্ব এক রকম মাস্কের আড়ালে এবং মানুষের বড় প্রাণনাশের আশঙ্কায় শঙ্কিত। কোভিড-১৯ সংক্রমণ আমাদের জীবনে অনেক প্রতিকূলতা নিয়ে এসেছে। পেশাদার জীবনের গতিমুখ বদলে দিয়েছে করোনা ভাইরাস। আজকাল, বাড়িই হয়ে উঠেছে নতুন অফিস। ইন্টারনেট হল নতুন অফিস কক্ষ। কিছু সময়ের জন্যে সহকর্মীদের সঙ্গে বসে কাজ করা ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমার নিজেকেও অভিযোজিত করতে হচ্ছে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানতে এখন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গেও ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কথা বলতে হচ্ছে।

এই সময়ে মানুষ যেভাবে বাড়ি থেকে কাজ করছেন তা দেখে সবাই অভিভূত। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বাড়িতে থাকা নিয়ে প্রাসঙ্গিক বার্তাবাহী আমাদের সিনেমা জগতের রথী মহারথীদের তৈরি করা বেশ কিছু সৃষ্টিশীল ভিডিও তৈরী হয়েছে। আমাদের প্রখ্যাত গায়কেরা

অনলাইন কনসার্ট করেছেন। বিশিষ্ট দাবা খেলোয়াড়রা ডিজিটাল দাবা প্রতিযোগিতা করেছেন। এভাবে নানা সৃষ্টিশীল উপায়ে সমাজের বিশিষ্ট মানুষেরা কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রেখেছেন।

পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনের প্রভাব ছাড়াও করোনা ভাইরাস আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক দুশ্চিন্তাকে প্রকট আকার ধারণ করাতে বাধ্য করেছে। সবসময় নিজের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাতো আছেই তার সাথে সাথে নিজের কারনে যদি পরিবারের অন্য কারও আক্রান্ত হতে হয় সেজন্য সবসময় অবচেতন মানসিক চাপের মধ্যে আমাদের থাকতে হয়েছে। আমার দ্বারা যেন আমার পরিবারের শিশু বা বয়স্করা কেউ আক্রান্ত না হয় সেজন্য আমাদের সবসময় অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতে হয়েছে। দীর্ঘসময় এই অতিসতর্ক থাকার ফলে আমাদের মন এবং শরীর অবচেতনভাবেই হাইপার ভিজিলেন্ট (অতি সতর্ক) হয়ে পড়েছে। এর ফলে আমাদের শরীর ও মন খুব অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। আমাদের নিয়মিত ঘুমের ব্যঘাত ঘটেছে। আমরা অনেকের কাছ থেকেই রিপোর্ট পেয়েছি যে তাদের ঘুমের পরিমাণ এবং কোয়ালিটি দুটোই ব্যহত হয়েছে।

এছাড়াও যেসকল পরিবার এই সময়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যেতে হয়েছে আরো মারাত্মক মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে। প্রথমত, নিজের মধ্য আক্রান্ত হওয়ার জন্য গিল্টি ফিলিং তৈরি হয় এবং এর সাথে সাথে প্রতিবেশীদের নেতিবাচক আচরণের কারণে নিজের আত্ম-মর্যাদায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এবং এই নেতিবাচক আত্ম-মর্যাদাবোধ অনেকের মধ্যে

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয়ত, করোনার চিকিৎসা পাওয়া নিয়ে শুরু থেকেই আমাদের এখানে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যদিওবা চিকিৎসা পাওয়া যায়, তার জন্য খরচ করতে হয় অনেক অর্থ। এই অর্থ যোগান সবার জন্য সহজ নয়। এমন অনেক পরিবার আছে যারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে যেয়ে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন। এই অর্থনৈতিক চাপ আমাদের মারাত্মক মানসিক চাপের মধ্যে ফেলেছে যার থেকে আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে হতাশা ও এক ধরনের অসহায়ত্বের অনুভুতি।

তদুপরি আমাদের সকল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এক দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করেছে। কোন পক্ষ থেকে সঠিক কোন দিক নির্দেশ না পেয়ে তারা হয়ে পড়েছে হতাশ। পড়াশোনা শেষ করা চাকরীপ্রার্থীরা বেকার জীবনযাপন করে হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। এরকম হতাশা থেকে অনেকেই হয়ে পড়েছে মাদকাসক্ত। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায়ও কিশোর ও তরুণ বয়সীদের মাদকাসক্তির হার বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া গিয়েছে। আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে মানসিক সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় ভুমিকা রেখেছে সুস্থ বিনোদনের অভাব। আমরা বিগত দুই দশক ধরেই লক্ষ্য করছি যে, আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণেরা বিনোদনের জন্য ভার্চুয়াল মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। খেলার মাঠের অভাব, সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ কমে যাওয়া, স্কুলের পড়ার চাপ ইত্যাদি আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণদের করেছে বাক্সবন্দি। এর ফলে তাদের বিনোদন প্রায়শই হয়েছে একমুখী ও নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় ও দ্বিমুখী বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণেরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার মধ্যে পর্যবশিত হচ্ছে। আর করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এই হার ত্বরান্বিত হয়েছে বেশ জোরালোভাবেই। তাদের সামাজিক যোগাযোগের যে দক্ষতা সেখানেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ ও ভারতীয় নারীদের উপর তার প্রভাব

অসিমা ঘোষ

দ্বিতীয় সেমিস্টার

কোভিড-১৯ মহামারী সারা বিশ্বে এক বিরাট সংকটের সৃষ্টি করেছে। এর প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় নারীরা এই সংকটের সময় আরও বেশি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। মহামারীটি নারীদের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং মানসিকভাবে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাদের প্রতিদিনের জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন দিককে পরিবর্তিত করেছে।

কোভিড-১৯ এর সময়ে লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়মাবলীর কারণে পরিবারের সকল সদস্যরা বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিস্থিতি নারীদের জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারতে, অধিকাংশ ঘরোয়া কাজ এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব মহিলাদের উপর বর্তায়। লকডাউনের সময়ে এই দায়িত্ব আরও বেড়েছে, কারণ স্কুল, ডে কেয়ার এবং অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ ছিল। ফলে নারীদের ঘরোয়া কাজের চাপ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনেক নারী কোভিড-১৯ এর কারণে তাদের চাকরি হারিয়েছেন বা আয়ের উৎস হারিয়েছেন। যারা এখনও কাজ করছেন, তাদের জন্য কাজের পরিবেশ বদলেছে। অফিসের কাজ থেকে হঠাৎ করেই ওয়ার্ক ফ্রম হোম (WFH) এর দিকে পরিবর্তিত হওয়ায় নতুন প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনেক মহিলার জন্য, এই পরিবর্তন মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, কারণ তারা একদিকে বাড়ির কাজ সামলাচ্ছেন এবং অন্যদিকে অফিসের কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন।

কোভিড-১৯ এর সময়ে মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘরের কাজ, অফিসের কাজ, এবং পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার কারণে নারীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে অবসাদ, উদ্বেগ এবং মানসিক ক্লান্তিতে ভুগছেন। পাশাপাশি, গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনাও বেড়েছে, যা নারীদের জীবনে আরও অসুবিধার সৃষ্টি করেছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকায় অনলাইন শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। শিক্ষকরা হঠাৎ করে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। মহিলাদের জন্য, এটি দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জের কারণ হয়েছে কারণ তারা ঘরের কাজ এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতি তাদের জন্য মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারী সামাজিক বৈষম্যকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, এবং তাদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা এখনও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন। মহামারী এই বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

কোভিড-১৯ এবং শিক্ষার উপর প্রভাব

নাসরিন খাতুন

চতুর্থ সেমিস্টার

কোভিড-১৯ মহামারী সারা বিশ্বে জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, এবং শিক্ষাব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতে, মহামারী শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়, যা শিক্ষার উপর অভাবনীয় প্রভাব ফেলেছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষাব্যবস্থা তাড়াহুড়ো করে অনলাইন শিক্ষার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। যদিও অনলাইন শিক্ষা একটি আধুনিক ও প্রয়োজনীয় মাধ্যম, কিন্তু হঠাৎ করে এই পরিবর্তনটি অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। শিক্ষকদের জন্য অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করা নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং ছিল। একই সঙ্গে, অনেক শিক্ষার্থী বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইসের অভাবে অনলাইন শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।স্কুল এবং কলেজ বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বন্দী হয়ে পড়েছে, যা তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একদিকে শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠ এবং সহপাঠীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে বাড়িতে পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ বেড়েছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে অনেক পরীক্ষা বাতিল হয়েছে বা স্থগিত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ক্যারিয়ারকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হলেও তা অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পরীক্ষা এবং ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা এবং অবসাদ তৈরি করেছে। মহামারী শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকেও প্রকট করে তুলেছে। শহুরে অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যেখানে সহজে অনলাইন শিক্ষার সুবিধা পাচ্ছে, সেখানে গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এবং দরিদ্র পরিবারগুলির শিক্ষার্থীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য আরও বেড়েছে এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবও দেখা যাচ্ছে।

কোভিড-১৯ মহামারী শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। অনলাইন শিক্ষার প্রচলন হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। শিক্ষার মান এবং

সুযোগের সমতা বজায় রাখতে সরকারের উচিত আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। শিক্ষার প্রতি এই মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে, আমাদের সবাইকে মিলে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মজবুত এবং সমতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।